# আল্লাহ্‌র উপর ভরসা

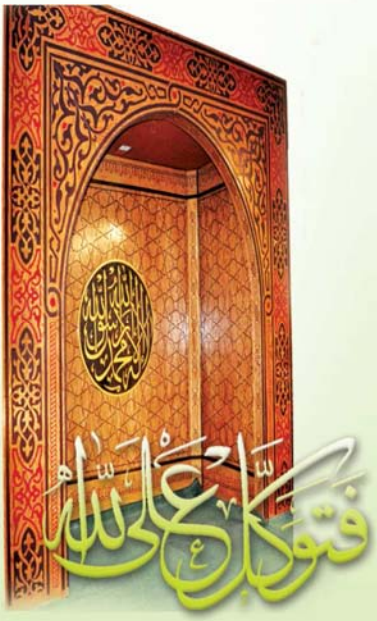

মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

# আল্লাহ্‌র উপর ভরসা

মুহাম্মাদ ছালেহ্ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ
মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

# সূচীপত্র (المحتويات)


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| প্রকাশকের নিবেদন | ০৫ |
| **ভূমিকা** | ০৭ |
| **তাওয়াক্কুলের পরিচয়** | ০৮ |
| বিষয়ের গুরুত্ব | ০৯ |
| আল্লাহ্‌র উপর ভরসার তাৎপর্য | ১১ |
| উপায়-উপকরণ বা মাধ্যম গ্রহণ | ১৩ |
| নবী করীম (ছাঃ)-এর উপায়-উপকরণ গ্রহণ | ১৪ |
| তাওয়াক্কুল ও তাওয়াকুলের (ভান) মধ্যে পার্থক্য | ১৫ |
| তাওয়াক্কুলের হুকুম | ১৮ |
| **তাওয়াক্কুলের মাহাত্ম্য ও তার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণমূলক আয়াত সমূহ** | ১৮ |
| (ক) আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নবীকে তাওয়াক্কুলের আদেশ | ১৯ |
| (খ) আল্লাহ কর্তৃক তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে তাঁর উপর ভরসা করার আদেশ | ২০ |
| (গ) মুমিনরা তাদের রবের উপর 'তাওয়াক্কুলকারী' বিশেষণে বিশেষিত | ২০ |
| (ঘ) নবীগণের তাওয়াক্কুলের কতিপয় উদাহরণ | ২১ |
| **তাওয়াক্কুলের আলোচিত ক্ষেত্র সমূহ** | ২৪ |
| ১. ইবাদতে তাওয়াক্কুলের আদেশ | ২৪ |
| ২. দাওয়াত বা প্রচারের ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুলের আদেশ | ২৪ |
| ৩. বিচার-ফায়ছালায় তাওয়াক্কুল | ২৫ |
| ৪. জিহাদ ও শত্রুর সাথে যুদ্ধে তাওয়াক্কুল | ২৬ |
| ৫. সন্ধিস্থলে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা | ২৭ |
| ৬. পরামর্শের ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুলের আদেশ | ২৮ |
| ৭. জীবিকার সন্ধানে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল | ২৮ |
| ৮. প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতিতে তাওয়াক্কুল | ২৯ |
| ৯. আল্লাহ্‌র পথে হিজরতে তাওয়াক্কুল | ৩০ |
| ১০. বেচা-কেনা, শ্রম ও বিবাহ চুক্তিতে অটল-অবিচল থাকতে তাওয়াক্কুল | ৩১ |
| ১১. আখেরাতে সুফল লাভের আশায় তাওয়াক্কুল | ৩২ |

بسم الله الرحمن الرحيم

## প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

আল্লাহ্র অশেষ রহমতে আমরা সঊদী আরবের প্রখ্যাত ইসলামী বিদ্বান ও সুপ্রসিদ্ধ ফৎওয়া ওয়েবসাইট www.islamqa.com-এর কর্ণধার মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ *(জন্ম : রিয়ায, ১৯৬০ খৃ.)* রচিত 'অন্তরের আমল সমূহ' (سلسلة أعمال القلوب) সিরিজের ২য় পুস্তক التوكل-এর বঙ্গানুবাদ 'আল্লাহ্র উপর ভরসা' সম্মানিত পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হ'লাম। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*। ইতিপূর্বে মাসিক **'আত-তাহরীক'**-য়ে ধারাবাহিকভাবে *(অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬ খৃ.)* পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকে সম্মানিত লেখক 'তাওয়াক্কুল' (আল্লাহ্র উপর ভরসা)-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উপকারিতা, তাওয়াক্কুল পরিপন্থী কাজ, আল্লাহ্র উপর ভরসার কতিপয় ঘটনা প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষেপে সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছেন।

আল্লাহ্র উপর ভরসা মুমিন জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এটি আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের অন্যতম মাধ্যমও বটে। আল্লাহ্র উপর ভরসাকে দ্বীনের অর্ধেক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কারণ তাঁর উপর ভরসা ছাড়া কোন কাজই সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না। এজন্য যেকোন কাজ সমাধা করার জন্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ অবলম্বন পূর্বক সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে হবে। তাহ'লে তিনি বান্দার জন্য সেই কাজ সহজসাধ্য করে দিবেন।

অন্যদিকে উপায়-উপকরণ অবলম্বন না করা তাওয়াক্কুল নয়; বরং তাওয়াক্কুলের ভান (تَوَاكُلٌ)। যেমন কোন ব্যক্তি জীবিকা অন্বেষণের কোন উপায় অবলম্বন না করে যদি ঘরে বসে থাকে তাহ'লে সেটি হবে তাওয়াক্কুলের ভান। এরূপ নিশ্চেষ্ট বসে থাকা ইসলাম সমর্থন করে না।

এজন্য সূরা জুম'আয় ছালাতের পর রিযিক অনুসন্ধানের জন্য যমীনে ছড়িয়ে পড়তে বলা হয়েছে। তবে উপায়-উপকরণ গ্রহণ জাগতিক নিয়ম-নীতি মাত্র। বান্দার ভাল-মন্দ, উপকার-অপকার একমাত্র আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন এ দৃঢ় বিশ্বাস অবশ্যই পোষণ করতে হবে। নচেৎ ঈমান থাকবে না।

জনাব আব্দুল মালেক (ঝিনাইদহ) বইটি সুন্দরভাবে অনুবাদ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বইটি 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। বইটি সুখপাঠ্য হিসাবে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

এ বইয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র উপর ভরসার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অবগত হয়ে মানুষ সকল কাজে তাঁর উপর যথার্থভাবে ভরসা করার শিক্ষা লাভ করলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করুন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা প্রদান করুন- আমীন!

*-প্রকাশক*

আল্লাহ বলেন, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ– 'অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

# ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সৃষ্টিকুলের প্রতিপালনকারী। ছালাত ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর, যিনি নবী ও রাসূলকুলের শ্রেষ্ঠ। সেই সঙ্গে ছালাত ও সালাম তাঁর পরিবার ও ছাহাবীগণের উপর।

অতঃপর আমাদের এই 'তাওয়াক্কুল' (আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা) পুস্তিকাটি 'অন্তরের আমল সমূহ' সিরিজের দ্বিতীয় রচনা। কোন এক জ্ঞান-গবেষণা মজলিসে আল্লাহ তা'আলা আমাকে এটি উপস্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এটি তৈরীতে একদল নিবেদিতপ্রাণ বিদ্যানুরাগী আমাকে সহায়তা করেছেন। এখন আল্লাহ্‌র রহমতে এটি পুস্তক আকারে মুদ্রিত হ'তে যাচ্ছে।

আল্লাহ্‌র উপর ভরসা মানব জীবনে একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ স্তর। এর প্রভাব-প্রতিপত্তিও সুদূরপ্রসারী। ঈমানের যেসব বিষয় ফরয বা আবশ্যকীয়, এটি তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দয়াময় আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভে যে সকল আমল ও ইবাদত রয়েছে, তন্মধ্যে এটি উত্তম। আল্লাহ্‌র একত্ববাদের স্বীকৃতিদানে তাওয়াক্কুলের মত উঁচু স্তর দ্বিতীয়টি মেলে না। কেননা যাবতীয় কাজ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ও তাঁর সাহায্য ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়।

এই ছোট্ট পুস্তিকায় আমরা চেষ্টা করব তাওয়াক্কুলের অর্থ ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে এবং তাওয়াক্কুল ও তাওয়াকুলের (ভান) পার্থক্য তুলে ধরতে। তারপর আমরা আলোচনা করব তাওয়াক্কুলের উপকারিতা, তাওয়াক্কুল পরিপন্থী কাজকর্ম এবং শেষ করব আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী কিছু লোকের ঘটনার বিবরণ দিয়ে।

আমরা এ কাজে মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য-সহযোগিতা প্রার্থনা করছি আর ছালাত ও সালাম পেশ করছি আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথী মহান ছাহাবীগণের উপর।

# তাওয়াক্কুলের পরিচয়

**তাওয়াক্কুল-এর আভিধানিক অর্থ :** 'তাওয়াক্কুল' শব্দটি যখন আল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগ করে বলা হবে তখন তার অর্থ হবে আল্লাহতে সম্পূর্ণ ভরসা করা। আরবীতে এ শব্দটি سَمِعَ (সামি'আ), تَفَعُّلٌ (তাফা'উল) ও اِفْتِعَالٌ (ইফতি'আল) বাব থেকে উক্ত একই অর্থে আসে। বলা হয়, وَكِلَ بالله، وتوكَّل عليه، واتَّكل সবগুলো শব্দের অর্থ 'সে আল্লাহ্‌র নিকট দায়িত্ব অর্পণ করল'। কোন কাজের সাথে তাওয়াক্কুল যোগ করলে তা সম্পন্ন করার দায়িত্ব নেওয়া অর্থে আসে। যেমন تَوَكَّلَ بِالْأَمْرِ 'সে কাজটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত করার দায়িত্ব নিয়েছে'।

তাওয়াক্কুল (توكل)-এর অনুসর্গ إلى হরফ হ'লে অর্থ হয় কোন কাজে অন্যের উপর নির্ভর করা। যেমন وَكَّلْتُ أَمْرِيْ إِلَى فُلاَنٍ 'আমার কাজটিতে আমি অমুকের উপর ভরসা করেছি'। যদি অনুসর্গ (حرف جر) ছাড়াই সরাসরি কর্মকারকের সাথে তাওয়াক্কুল যুক্ত হয় তাহ'লে তার অর্থ হবে নিজের কাজ নিজে করতে অক্ষম হয়ে অন্যকে তা করার দায়িত্ব দেওয়া তথা উকিল (Agent) বা প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়া। সে কাজটা করে দিবে বলে তার উপর ভরসা করা।[১] সুতরাং 'তাওয়াক্কুল' শব্দের অর্থ هو إظهار العجز والاعتماد على الغير 'নিজের অক্ষমতা যাহির করা এবং অন্যের উপর ভরসা করা'।

**পারিভাষিক অর্থে তাওয়াক্কুল :**

বিদ্বানগণ তাওয়াক্কুলের নানা সংজ্ঞা দিয়েছেন।

১. ইবনু রজব (রহঃ) বলেছেন, هُوَ صِدْقُ اعْتِمَادِ الْقَلْبِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي اسْتِجْلاَبِ الْمَصَالِحِ، وَدَفْعِ الْمَضَارِّ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ– 'দুনিয়া ও

১. ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব ১১/৭৩৪।

আখিরাতের সকল কাজে মঙ্গল লাভ ও অমঙ্গল প্রতিহত করতে আন্ত রিকভাবে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করাকে তাওয়াক্কুল বলে'।[২]

২. হাসান (রহঃ) বলেছেন, إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته 'মালিকের উপর বান্দার তাওয়াক্কুলের অর্থ, আল্লাহই তার নির্ভরতার স্থান-একথা সে মনে রাখবে'।[৩]

৩. যুবায়দী (রহঃ) বলেন, التوكل : الثقة بما عند الله واليأس مما في أيدي الناس– 'আল্লাহ তা'আলার নিকট যা আছে তার উপর নির্ভর করা এবং মানুষের হাতে যা আছে তার প্রতি আশাহত থাকাকে তাওয়াক্কুল বলে'।[৪]

৪. ইবনু উছায়মীন (রহঃ) বলেন, التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي أمر الله بها– 'কল্যাণ অর্জনে ও অকল্যাণ দূরীকরণে সত্যিকারভাবে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা এবং এতদসঙ্গে আল্লাহ যে সকল উপায়-উপকরণ অবলম্বন করতে বলেছেন তা অবলম্বন করাকে তাওয়াক্কুল বলে'।[৫] এই সংজ্ঞাটি তাওয়াক্কুলের উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা, যার মধ্যে সব দিকই শামিল রয়েছে। (এতে একদিকে আল্লাহ্‌র রহমতের উপর ভরসা এবং অন্যদিকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার কথা রয়েছে)।

## বিষয়ের গুরুত্ব

সাঈদ ইবনু জুবায়ের (রহঃ) বলেছেন, التوكل على الله جماع الإيمان 'আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ঈমানের সামষ্টিক রূপ'।[৬]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة 'তাওয়াক্কুল দ্বীনের অর্ধেক; বাকী অর্ধেক হ'ল ইনাবা'। কেননা দ্বীন হ'ল

২. ইবনু রজব, জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃঃ ৪৩৬।
৩. ঐ, পৃঃ ৪৩৭।
৪. মুরতাযা আয-যুবায়দী, তাজুল 'আরূস' শীর্ষ শব্দ (وكل)।
৫. উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ও রাসাইল ১/৬৩।
৬. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ৭/২০২।

সাহায্য কামনা ও ইবাদতের নাম। এই সাহায্য কামনা হ'ল তাওয়াক্কুল এবং ইবাদত-বন্দেগী হ'ল ইনাবা। আরবী 'ইনাবা' (الإنابة) অর্থ আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ ও তওবা করে ফিরে আসা।

আল্লাহ্‌র উপর ভরসার মর্যাদা ও গুরুত্ব ব্যাপক জায়গা জুড়ে রয়েছে। তাওয়াক্কুল সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যাপকতা এবং বিশ্ববাসীর প্রয়োজনের আধিক্যের ফলে তাওয়াক্কুলকারীদের দ্বারা এর আঙিনা সদাই ভরপুর থাকে।[৭]

সুতরাং তাওয়াক্কুল জড়িয়ে আছে ওয়াজিব (ফরয), মুস্তাহাব, মুবাহ সবকিছুরই সাথে। এমনকি যেসব নাস্তিক আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকার করে ক্ষেত্রবিশেষে তারাও নিজেদের লক্ষ্য পূরণে আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে। আসলে মানুষের প্রয়োজনের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। কাজেই প্রয়োজন পূরণার্থে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করতে হয়।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, বান্দা যদি কোন পাহাড় সরাতে আদিষ্ট হয় আর যদি সে কাজে সে আল্লাহ তা'আলার উপর যথার্থভাবে ভরসা করতে পারে, তবে সে পাহাড়ও সরিয়ে দিতে পারবে।[৮]

সুতরাং একজন মুসলিম তার যাবতীয় কাজে আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকে একটা মুস্তাহাব বিষয় ভাবতে পারে না; বরং সে তাওয়াক্কুলকে একটি দ্বীনী দায়িত্ব বা আবশ্যিক কর্তব্য বলে মনে করবে।

শায়খ সুলায়মান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (রহঃ) বলেন, যে মূল থেকে ইবাদতের নানা শাখা-প্রশাখা উদগত হয়েছে তা হ'ল : আল্লাহ্‌র উপর ভরসা, তাঁর নিকট সত্য দিলে আশ্রয় নেওয়া এবং আন্তরিকভাবে তাঁর উপর নির্ভর করা। তাওয়াক্কুলই আল্লাহ্‌র একত্ববাদের স্বীকারোক্তির সারকথা। এর মাধ্যমেই তাওহীদের চূড়ান্তরূপ নিশ্চিত হয়। আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালবাসা, ভয়, রব ও উপাস্য হিসাবে তাঁর নিকট আশা-ভরসা এবং তাঁর নির্ধারিত তাক্বদীর বা ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকার মত মহতী বিষয়গুলো তাওয়াক্কুল থেকেই উৎপত্তি লাভ করে। এমনকি অনেক

৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন ২/১১৩।
৮. ঐ, ১/৮১।

ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল বান্দার নিকট বালা-মুছীবতকে পর্যন্ত উপভোগ্য বিষয় করে তোলে, সে তখন বালা-মুছীবতকে আল্লাহ্‌র দেওয়া নে'মত মনে করতে থাকে। বস্তুতঃ পবিত্র সেই মহান সত্তা তিনি যাকে যা দিয়ে ইচ্ছে অনুগ্রহ করেন। তিনি মহা অনুগ্রহশীল।[৯]

## আল্লাহ্‌র উপর ভরসার তাৎপর্য

তাওয়াক্কুলের হাকীকত বা মূল কথা হ'ল অন্তর থেকে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা, সেই সাথে পার্থিব নানা উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহই রিযিকদাতা, তিনিই একমাত্র স্রষ্টা, জীবন ও মৃত্যু দাতা। তিনি ছাড়া যেমন কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই, তেমনি তিনি ছাড়া কোন প্রতিপালক নেই।

তাওয়াক্কুল শব্দটি ইসতি'আনাহ (الاستعانة) থেকে ব্যাপক অর্থবোধক। কেননা ইসতি'আনাহ (সাহায্য প্রার্থনা) হ'ল, যে কোন কাজে আল্লাহ তা'আলা যাতে বান্দাকে সাহায্য করেন সেজন্য তাঁর দরবারে সাহায্যের আবেদন-নিবেদন করা।

পক্ষান্তরে তাওয়াক্কুলের মধ্যে যেমন আমাদের যাবতীয় কাজে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা শামিল আছে, তদ্রূপ সব রকম কল্যাণ লাভ ও অকল্যাণ প্রতিহত করতে আল্লাহ্‌র উপর ভরসাও শামিল আছে। অন্যান্য বিষয়ও তাওয়াক্কুলের আওতাভুক্ত।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, যে কাজ করতে আল্লাহ হুকুম করেছেন তাতে আল্লাহ্‌র সাহায্য চাওয়া তাওয়াক্কুল। আবার যে কাজ বান্দার সামর্থ্যের বাইরে আল্লাহ যাতে তা যুগিয়ে দেন সে নিবেদনও তাওয়াক্কুল। সুতরাং ইসতি'আনাহ বা সাহায্য প্রার্থনা বান্দার নানা আমলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু তাওয়াক্কুল তার থেকেও কিছু বেশী। মানুষ যাতে কল্যাণ লাভ করতে পারে এবং ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারে সেজন্যও আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করতে হয়। আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْا مَا آتَاهُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِيْنَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُوْلُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ

৯. শায়খ সুলায়মান বিন আব্দুল্লাহ, তায়সীরুল আযীযিল হামীদ, পৃঃ ৮৬।